যুগান্তর

তারিখ ... 23 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লায় প্রাথমিক শিক্ষা বেহাল

জরাজীর্ণ ভবন, শিক্ষক সংকট : কিন্ডারগার্টেনের দিকে ঝুঁকছে শিক্ষার্থীরা

আবুল খায়ের, *কুমিল্লা ব্যুরো*

নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে কুমিল্লা জেলার প্রাথমিক শিক্ষায় এখন চলছে বেহাল দশা। সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করলেও এ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সফলতা নেই বললেই চলে। তাই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অতিমাত্রায় কিন্ডারগার্টেনে নির্ভর হয়ে পড়েছে। শিক্ষক সংকট, জরাজীর্ণ ভবন, আসবাবপত্রের সংকটসহ জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির তদারকীর অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার নাজুক অবস্থা। জেলা সদর থেকে উপজেলা সদর এমনকি প্রত্যন্ত এলাকায় এখন শিক্ষার্থীরা কিন্ডারগার্টেনের দিকে ব্যাপক হারে ঝুঁকে পড়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে বেসরকারি কিন্ডারগার্ডেনে ফল ভালো করার কারণে সর্বত্রই ছাত্রছাত্রীরা এ সব কিন্ডারগার্ডেনে দিকেই ঝুঁকছে বলে জানা গেছে। শিক্ষকমণ্ডলী থাকলেও তদারকির অভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভালো ফল করতে পারছে না, অনুসন্ধানে এমন তথ্যই বেড়িয়ে এসেছে। সরেজমিন জেলার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল চিত্র। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে জেলার ১৬ উপজেলায় ১ হাজার ৯৯৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর, মধ্যে আগেও সরকারি ১ হাজার ৩৩০টি এবং ৬৬৬টি বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয়করণকৃত (১ম ধাপ)। এ ছাড়াও আরও ৪৭টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬৫২ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১ হাজার ৬০ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ১৬ উপজেলায় ১ হাজার ৩৩০ জন অনুমোদিত প্রধান শিক্ষকের মধ্যে কর্মরত রয়েছেন ৯৮৩, এতে শূন্য রয়েছে ৩৪৭ জন। সহকারী শিক্ষক (রাজস্ব) অনুমোদিত ৮ হাজার ২১৮ জনের মধ্যে কর্মরত রয়েছে ৭ হাজার ৬২২ জন, শূন্য রয়েছে ৫৯৬ জন, প্রাক-প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক ৯০২ জন অনুমোদিত থাকলেও কর্মরত রয়েছেন ৮৩৫ জন, শূন্য রয়েছেন ৬৭ জন। জাতীয়করণকৃত (১ম ধাপ) অনুমোদিত প্রধান শিক্ষক ৬৬৬ জনের মধ্যে কর্মরত ৩৬১ জন, শূন্য রয়েছে ৩০৫ জন। সহকারী শিক্ষক ২ হাজার ৬৬৪ অনুমোদিত থাকলেও কর্মরত রয়েছেন ২ হাজার ২০০ জন, শূন্য রয়েছেন ৪৬৪ জন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র জানায়, পদোন্নতি নিয়ে নানা জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। তাই এ প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ ও পদোন্নতির সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন পদোন্নতি বঞ্চিতরা। বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় এ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে জেলা ও উপজেলা সদরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন থাকলেও প্রত্যন্ত এলাকায় এখনও অধিকংশ জরাজীর্ণ ভবনে শিক্ষার্থীরা ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। ভবন ভেঙে পড়ার আশংকায়-অনেক স্থানে খোলা আকাশের নিচে কোমলমতি শিশুরা ক্লাস করছে। কোনো কোনো স্থানে ভবন ভেঙে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। এ ছাড়াও মুরাদনগর উপজেলার ,কামাল্লা গ্রামের ২নং ওয়ার্ডের নতুন সরকারি হওয়া উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় ভবন ধসে পড়ার আশংকায় শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। প্রধান শিক্ষিকা শরিফা খাতুন জানান, কিছুদিন আগে ওই বিদ্যালয় ভবন ধসে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র হাসান ও একই শ্রেণীর ছাত্রী অঞ্জনা নামে দুই শিক্ষার্থী রক্তাক্ত জখম হলে ভয়ে এখন কেউ ওই ভবনের নিচে ক্লাস করতে চাচ্ছে না।